176413 - এক হায়েযগ্রস্ত নারী উমরার ইহরাম বঁধেছেনে, সাঈ করছেনে, পরবর্তীতে পবত্রি হওয়ার পর তাওয়াফ করছেনে

প্রশ্ন

আমি যখন উমরা করতে এসছেি তখন আমি হায়েযগ্রস্ত ছলিাম। এমতাবস্থায় আমি সাঈ আদায় করছেি এবং চুল কটেে ইহরাম থকেে হালাল হয়ে গছেি ও নকিাব পরছেি। এরপর পবত্রি হওয়ার অপক্ষো করছেি। পবত্রি হওয়ার পর তাওয়াফ করছেি। এটি আমি করছেি হজ্জরে উপর ভত্তিি করে যে হায়েযগ্রস্ত নারী তাওয়াফ ছাড়া সবকছিু করতে পারবে। উল্লখ্যে, আমি অববিাহতি। আপনাদরে অভমিত কী; বারাকাল্লাহু ফকিুম।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আপনার হায়যে সত্ত্বওে মীকাত থকেে ইহরাম বঁধে আপনি সঠকি কাজটি করছেনে। হায়যে ও নফিাস অবস্থায় ইহরাম সঠকি হওয়ার দললি হল আসমা বনিতে উমাইস (রাঃ) এর হাদসি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুল হুলাইফাতে (মদনিার মীকাতে) পৌঁছনে তখন তনিি সন্তান প্রসব করছেনে এবং তনিি হজ্জ করতে চাচ্ছলিনে। তাই তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে জানতে চয়েে পাঠান: আমি কভিাবে কী করব? তনিি বললনে: "আপনি গোসল করুন, একটি কাপড়রে পট্টি বাঁধুন এবং ইহরাম করুন"।[সহহি মুসলমি (১২১৮)]

অনুরূপভাবে হায়যে অবস্থায় তাওয়াফ না করে আপনি ঠকি করছেনে। আয়শো (রাঃ) হজ্জরে উমরাকালীন সময়ে (তনিি তামাত্তু হজ্জকারনিী ছলিনে) যখন হায়েযগ্রস্ত হয়ছেনে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছেনে: "একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর। তবে, পবত্রি হওয়া অবধি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না।"[সহহি বুখারী (১৬৫০) ও সহহি মুসলমি (১২১১)]

তবে, আপনি তাওয়াফরে আগে সাঈ ও চুল কটেে ভুল করছেনে। কনেনা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তাওয়াফরে আগে সাঈ করা হজ্জরে জন্য খাস; উমরার জন্য নয়। এ কারণে আয়শো (রাঃ) যখন হায়েযগ্রস্ত ছলিনে তখন তনিি উমরার সাঈ করনেনি। আর ইহরাম থকেে হালাল হওয়া ও চুল কাটা তাওয়াফ ও সাঈ উভয়টি শষে করার পর হবে। এর আগে হালাল হওয়া নষিদ্ধি; যা করলে ফদিয়িা দতিে হয়।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) বলনে: গ্রন্থকার (রহঃ) তাওয়াফরে পর সাঈ উল্লখে করছেনে। সাঈর আগে তাওয়াফ থাকা কি শর্ত? জবাব হচ্ছে- হ্যাঁ; শর্ত। যদি কউে তাওয়াফরে আগে সাঈ করে তার উপর তাওয়াফরে পরে পুনরায়

সাঈ করা ওয়াজবি। কনেনা সাঈ সটোর নর্িধারতি সময়ে আদায় হয়নি।

যদি কউে বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তাঁকে জজ্ঞিসে করা হয়ছে; এক লোক বলনে: আমি তাওয়াফ করার আগে সাঈ করছে। তনিি বলছেনে: 'আপনি করে যান; এতে কোন অসুবধিা নাই।' এর জবাব হচ্ছ- এটি হজ্জরে ক্ষত্রেে; উমরার ক্ষত্রেে নয়।

যদি বলা হয়: হজ্জরে ক্ষত্রেে যা সাব্যস্ত উমরার ক্ষত্রেওে তা সাব্যস্ত; যদি না বশিষে কোন দললি থাক। কনেনা তাওয়াফ-সাঈ হজ্জ ও উমরা উভয় ক্ষত্রেে রুকন? জবাব হচ্ছ- এটি ভন্নিতা থাকা সত্ত্বওে কয়িাস করা। কনেনা উমরার আমলরে বন্যিাস নষ্ট করলে গোটা আমলটাই নষ্ট হয়ে যায়। কনেনা উমরার মধ্যে তাওয়াফ, সাঈ এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা ছাড়া আর কছিু নাই। কন্তিু হজ্জরে কার্যাবলীর বন্যিাস নষ্ট হলে এতে হজ্জরে উপর কোন প্রভাব পড়ে না। কনেনা হজ্জরে পাঁচটি কর্ম এক দনিে করা হয়। তাই এ ব্যাপারে হজ্জরে উপর উমরাকে কয়িাস করা ঠকি হবে না।

মক্কার আলমে আতা বনি আবু রাবাহ (রহঃ) থকেে উল্লখে করা হয় য, তনিি উমরার তাওয়াফরে আগে সাঈ করাকে জায়যে বলছেনে এবং অন্য কছিু আলমেও এমনটি বলছেনে।

কোন কোন আলমেরে মত, যদি কউে ভুলে কংিবা না-জানার কারণে করে তাহলে জায়যে হব; জানা থাকা ও স্মরণে থাকার পরে কউে করলে জায়যে হবে না।[আশ-শারহুল মুমতি (৭/২৭৩)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) এর অভমিত হচ্ছ: হজ্জরে ন্যায় উমরাতওে তাওয়াফরে আগে সাঈ করা সঠকি।

তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য, বদিায় হজ্জরে সময় কোরবানীর দনিরে কার্যাবলী: কংকর নক্ষিপে করা, কোরবানী করা, মাথা মুণ্ডন করা কংিবা চুল কাটা, তাওয়াফ করা, সাঈ করা ইত্যাদি আগে বা পরে করা সম্পর্কে জজ্ঞিাসতি হলে তনিি বলছেনে: "কোন অসুবধিা নইে"।

এই জবাবটি ছলি সাধারণ জবাব; এর মধ্যে হজ্জ-উমরা উভয়টরি মধ্যে তাওয়াফরে আগে সাঈ করা অন্তর্ভুক্ত হয়ছে। একদল আলমে এই অভমিত ব্যক্ত করছেনে। এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় আবু দাউদ কর্তৃক সহহি সনদে সংকলতি উসামা বনি শারীক (রাঃ) এর হাদসিে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাওয়াফরে আগে যে ব্যক্তি সাঈ করে ফলেছেনে তার সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: "অসুবধিা নাই"। এ জবাবটি হজ্জ ও উমরা উভয়টকিে শামলি কর। অন্য কোন সহহি ও পরস্কিার দললিে এর কোন বাধা পাওয়া যায় না। কন্তিু সতর্কতাস্বরূপ, মতভদেরে ঊর্ধ্বে থাকার জন্য এবং হজ্জ-উমরা পালনে হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আমলরে অনুকরণ করার জন্য তাওয়াফরে পর পুনরায় সাঈ আদায় করাও শরয়িতসম্মত হব।

আর তাকী উদ্দনি (রহঃ) থকেে যা বর্ণতি আছ: "সাঈ তাওয়াফরে পরে হওয়া মতক্যৈপূর্ণ বষিয়" এর ব্যাখ্যা এভাবে করতে

হবে যে, এটি উত্তম হওয়ার ক্ষত্রে মতক্যৈপূর্ণ বিষয়। কিন্তু পরে না হলেও চলে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে; ইতিপূর্বে আমরা যে মতভেদের দিকে ইঙ্গিত করেছি। আলমেগণের মধ্যে 'মুগনী' কিতাবের গ্রন্থাকার পরিস্কারভাবে সেটা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তিনি আতা (রহঃ) থেকে সাধারণভাবে (আগপিছ করা) জায়েয মর্মে উদ্ধৃত করেছেন এবং যে ব্যক্তির মনে নাই তার ক্ষত্রে (জায়েয মর্মে) ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত এক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (১৭/৩৩৯)]

তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: তাওয়াফের আগে সাঈ করা জায়েয হবে কিনা; সেটা হজ্জের ক্ষত্রে হোক কিংবা উমরার ক্ষত্রে? জবাবে তিনি বলেন: সুন্নত হচ্ছে- তাওয়াফ আগে করা। তারপর সাঈ করা। যদি অজ্ঞতাবশতঃ তাওয়াফের আগে সাঈ করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে: "এক লোক তাঁকে প্রশ্ন করে বলে: আমি তাওয়াফ করার আগে সাঈ করে ফেলেছি। তিনি বলেন: কোন অসুবিধা নাই"। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ আগে সাঈ করে তাহলে সেটা জায়েয হবে। তবে সুন্নতসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে- তাওয়াফ করে তারপর সাঈ করবে। এটি হজ্জ ও উমরা উভয় ক্ষত্রেই সুন্নাহ।[ফাতাওয়া বিন বায (১৭/৩৩৭)]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ তাওয়াফের আগে সাঈ করে ফেলেছে তার বিষয়টি ক্ষমার্হ।

তবে আপনি যে, তাওয়াফ করার আগে চুল কেটে ফেলেছেন: সেটি নিষিদ্ধ কর্ম; যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, আপনার উপর কোন ফিদিয়া আবশ্যক নয়। যেহেতু আপনি বিধানটি জানতেন না। এখন আপনার উপর চুল কাটা আবশ্যক।

আর যদি আপনি মক্কায় ফিরে গিয়ে তাওয়াফ করে, এরপর সাঈ করে, এরপর চুল কেটে হালাল হতে পারেন তাহলে সেটা অধিক উত্তম ও অধিক সতর্কতাপূর্ণ। যাতে করে আপনি আপনার ইহরাম থেকে ইয়াকীনের সাথে হালাল হতে পারেন। এবং পরিপূর্ণ পন্থায় উমরাটি পালন সমাপ্ত করতে পারেন।

যদি সেটা সম্ভবপর না হয় তাহলে এখনই আপনি আপনার চুল কাটুন। ইনশা আল্লাহ্ আপনার উমরা সহিহ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।